দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 APR 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে সক্রিয় সহযোগিতার আহবান

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস সমূলে উৎখাতের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ক্যাম্পাসে দাঙ্গার অবসান সরকারের পক্ষে সম্বভ নয়।

তিনি গতকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস শুধু ব্যক্তিগত উদ্বেগের ব্যাপার নয়। এটা পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে আমাদের সকলের উদ্বেগের ব্যাপার।

তিনি সরকার, রাজনৈতিক দল, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামাজিক অস্থিরতার একটি সমাধান বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার এ ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট সুপ্যরিশ প্রদানে উৎসাহিত করবে। তিনি সন্ত্রাস দমন এবং শিক্ষার উচ্চমান নিশ্চিত করতে সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুছ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ, বুয়েট-এর ভিসি মোহাম্মদ শাহজাহান, জাতীয় অভিভাবক সমিতির সভাপতি ডঃ এ এম এ জামান এবং সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, যারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশুনা করায়, সন্ত্রাস যদি সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে তবে তারা তা থেকে রেহাই পাবে না।

তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষক ও অভিভাবকরা পূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

তিনি আবাসিক হলে বহিরাগত ও সন্ত্রাসীদের রোধে, শিক্ষকদের পরিচয়পত্র ও রোলকল ব্যবস্থা করাকড়িসহ সকল নিয়ম প্রয়োগের আহবান জানান।

বেগম জিয়া বলেন, অবৈধ অস্ত্রের উৎস খুঁজে বের করতে সকল নাগরিকের সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি ক্যাম্পাসে যে কোন অবৈধ অস্ত্রের উপস্থিতি তাৎক্ষণিক ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে সরকারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশে ভাইস চ্যান্সেলরদের কমিটি দৃঢ়, সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, পরিস্থিতির উত্তরণে শূন্য পদে সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ভিসি কমিটির তৈরী রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন। এই রিপোর্টে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন এবং সেশনজট নিরসনে ৪ দফা সুপারিশ রয়েছে।

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, রিপোর্টে শিক্ষকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করা, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। আলোচনাকালে জাতীয় অভিভাবক সমিতির প্রতিনিধিরা যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ভর্তি ও ক্লাস শুরু, যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, ক্লাস টেস্টের প্রচলন, ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখতে একটি জাতীয় ঐকমত্য গঠন, দলীয় ভিত্তিতে আসন বন্টন করা, বহিরাগতদের হলে অবস্থান নিষিদ্ধ এবং শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ করেন। খবর বাসস ও ইউএনবি'র।